গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজিস্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web:www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-২১৫

তারিখঃ ২১/০৭/২০১৭খ্রিঃ
সময়ঃ বিকাল ৭.১০ টা

সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ

সর্বশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতি

উড়িষ্যা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি আরও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে মৌসুমি অক্ষের সাথে মিলিত হয়েছে। সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর সমূহকে ০৩ (তিন) নম্বর পুনঃ ০৩ (তিন) নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

২১ জুলাই ২০১৭ খ্রিঃ রাত ১ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পুর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে

পূর্বাভাসঃ রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরুপ:

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩০.০	২৯.২	৩০.৫	২৯.০	৩০.০	৩২.৬	৩৩.০	২৮.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৪.৬	২৬.০	২৪.৪	২৫.২	২৬.০	২৬.০	২৫.০	২৫.২

দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ৩৩.০° সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল টেকনাফ ২৪.৪° সে.।

নদ-নদীর পানি হ্রাস /বৃদ্ধির সর্বশেষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০৪ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	২৮ টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০২ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	৫৬ টি	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	০৪ টি

অদ্য নিম্নবর্ণিত ৫ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

ক্রঃ নং	স্টেশনের নাম	নদীর নাম	গত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (সে.মি.)
১	নারায়নহাট,চট্টগ্রাম	হালদা	+১২০	+১১৫
২	পরশুরাম,ফেনী	মহুরী	+৩৫০	+১৫০
৩	শেওলা, সিলেট	কুশিয়ারা	-২১	+১৯
৪	শেরপুর-সিলেট	কুশিয়ারা	-৩	+২

গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ (গতকাল সকাল ০৯ টা থেকে আজ সকাল ০৯ টা পর্যন্ত)

স্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টিপাত (মিমি)	স্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টিপাত (মিমি)	স্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টিপাত (মিমি)
বান্দরবান	৯২.০	পটুয়াখালী	৫৮.৫	পাঁচপুকুরিয়া	৫১.০
নারায়নহাট	১৫৮.০	খুলনা	১০০.০	চাঁদপুর	৪৯.০
রামগড়	১০০.০	লামা	৭৬.০	মাদারীপুর	৪৯.৫
পরশুরাম	৮৭.০	পাঁচপুকুরিয়া	৫১.০	পাবনা	৫৫.০
নোয়াখালী	১১৯.০	কুমিল্লা	৬৪.০	সাতক্ষীরা	৬২.৮
চট্টগ্রাম	৯২.০	বরগুনা	৬৮.৫	বরিশাল	৬১.০

বন্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি: (ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ'-তে দেখানো হলো)।

১। **সিলেট**: জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় জেলার ৮ টি উপজেলায় ৫৬টি ইউনিয়ন ও ১ পৌরসভা ৪৭৭ টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। বন্যায় এ সকল এলাকার ২১,০২০ টি পরিবারের ১,৪৩,৫৩০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ৪,৮৬১ টি ঘরবাড়ি, ৪৩৩০ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মৃত হাঁসমুরগী ও গবাদিপশুর সংখ্যা ৭৪২১ টি। বন্যার কারণে জেলার ৯৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। জেলায় মোট ১২ টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৬৮৯ জন লোক অবস্থান করছে। **বন্যার পানিতে ডুবে বালাগঞ্জ উপজেলায় ২ জন ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় ১ জনসহ মোট ৩ জন মারা গেছে।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক ৮৩৮.৫৫০ মেঃটন জিআর চাল, ১১,১২,৫০০ টাকা উপজেলায় উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বন্যার্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি হ্রাস অব্যাহত আছে।

২। **মৌলভীবাজার :** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টি ও পাহড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় জেলার ৭ টি উপজেলার মধ্যে ৫টি উপেজলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (কুলাউড়া ,বড়লেখা, জুরি, রাজনগর ও সদর)। বন্যায় জেলার ২৫টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভা, ২৯৪ টি গ্রাম, ৫৩,৩৪২ পরিবার, ২.৯৪,২৭০ জন লোক, ৫২৫ টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ, ৬,৯০৮ টি ঘরবাড়ি আংশিক, ৫,৬৪৩ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার কারণে বর্তমানে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ১৪ টি আশ্রয়কেন্দ্রে ১৭৫ টি পরিবারের ৮৭১ জন লোক অবস্থান করছে। **বন্যার কারণে জেলার বড়লেখা উপজোয় ৪ জন, রাজনগর উপজেলায় ২ জন এবং জুরি উপজেলায় ৪ জনসহ মোট ১০ জন লোক মারা গেছে।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক উপজেলাসমূহের অনুকূলে ২৭৫ মে.টন জি আর চাউল, ৬,৫০,০০০ জিআর ক্যাশ ও ৩০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকার পানি কমতে থাকায় বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হচ্ছে।

৩। **জামালপুর:** জেলা প্রশাসন জানান যে, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৭ টি উপজেলার (দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ি, সদর, বকসীগঞ্জ ও মেলান্দহ) ৪৮টি ইউনিয়ন, ৩ টি পৌরসভার ৪৪৭ টি গ্রাম বন্যা কবলিত হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যা- ৪৫,০৫৫ টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ২,২৮,৮৮০ জন, ঘরবাড়ি ৩২৬ টি (সম্পূর্ণ- নদী ভাংগনে), ২,৪৯০টি (আংশিক), ক্ষতিগ্রস্ত ফসল ৭,০৭৩ হেক্টর (আংশিক), কাঁচারাস্তা ২৭৩ কি.মি. (আংশিক), পাকা রাস্তা ৪৫ কি.মি. (আংশিক), ব্রীজ কালভার্ট ১টি, বাঁধ ৮ কি.মি. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২২৬ টি (আংশিক)। বন্যার কারণে বর্তমানে ২৫০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রের লোকজন নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেছে। **বন্যার পানিতে ডুবে, সাপের কামড়ে ও বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে জেলায় মোট ১৪ জন লোক মার গেছে।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক উপজেলাসমূহের অনুকূলে ৪৫০ মেঃটন জিআর চাল, ৭,৯০,০০০/- টাকা ও ৬,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে। বন্যার পানি নেমে গেছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

৪। **বগুড়া** : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে জেলার ৩ টি উপজেলার (সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট) ১৪ টি ইউনিয়নের ১৯১ টি গ্রাম, পরিবার ১৭,২৪৫ টি, ফসল ৫,০৮৫ হেক্টর, পাকা রাস্তা ৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা ৬০ কি.মি., শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৮১ টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যার কারণে আশ্রয়ন প্রকল্পে ৩,০৬০ জন, বিভিন্ন বাঁধে ৩,৫২৫ জন আশ্রয় গ্রহণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাসমূহের অনুকূলে ২৮৫ মে.টন জিআর চাউল এবং ৩,৫০,০০০/- টাকা এবং ২,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকার পানি নেমে যাচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে।

৫। **সিরাজগঞ্জ**: জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত পত্রে জানা যায় যে, অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পানিতে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৫ টি উপজেলা (সদর, কাজীপুর, বেলকুচি, চৌহালী ও শাহাজাদপুর) এর নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ফলে ৫ টি উপজেলার ৪৫ টি ইউনিয়নের ২৪৭ টি গ্রাম, ৫০,১২৫ টি পরিবার, ২,৩২,৮০০ জন লোক, ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ- ২,১৩৯ টি, আংশিক- ২৮,১৭৭ টি, ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের পরিমান ১৩,৭৫৬ হেক্টর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ৯ টি, আংশিক ৩৭৬ টি, বাঁধ আংশিক ৬ কি.মি.ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ২৬ টি আশ্রয় কেন্দ্রে ৬৫০ জন লোক অবস্থান করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের সাহার্যার্থে ৩৭৩ মে. টন জি আর চাউল, ৯,০০,০০০/- টাকা ও ২০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। পানি দ্রুত কমতে থাকায় পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

৬। **কুড়িগ্রাম** : অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পানিতে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৯ টি উপজেলার ৪২ টি ইউনিয়নের ৫৪৮ টি গ্রাম বন্যা কবলিত হয়েছিল। বন্যায় ৫২,৪২৩ টি পরিবার, ১,৯০,৩৫২ জন লোক, ৫২,৪২৩ টি ঘরবাড়ি, ৩,৬২০ হেক্টর জমির ফসল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৯৮ টি, ব্রীজ কালভার্ট ১৭ টি (আংশিক), বাঁধ ১.৫ কি.মি. ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ০৯ টি আশ্রয় কেন্দ্রে ৩৩০ পরিবারের ১,৬৫০ জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছে। **বন্যার পানিতে ডুবে জেলার মোট ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের সাহার্যার্থে ৬৫০ মে.টন চাল এবং ১৬,৫০,০০০ টাকা এবং ৬,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমোনে জেলার সকল নদ-নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

*** চট্রগ্রাম পাহাড়ধসঃ অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে শীতাকুন্ড উপজেলায় পাহাড় ধসে একই পরিবারের ২ শিশুসহ ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২,০০০/- টাকা করে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

** এছাড়াও অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পানিতে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর, নীলফামারী জেলার কিছু

এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছিল। নদ-নদীর পানি কমে যাওয়ায় এবং বন্যা কবলিত এলাকার পানি নেমে যাওয়ায় এসকল জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/
(জি এম আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ ত্রাণ/দুব্য/সিপিপি ও এনডিআরসিসি/উন্নয়ন/ত্রাণ প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধসহ।
১০। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১২। যুগ্ম সচিব (প্রশাঃ/ সেবা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/সমন্বয় ও সংসদ/ত্রাণ প্রশাসন/আইন সেল/দুব্যপ্রঃ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। উপ-সচিব (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রশাঃ/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধসহ।
১৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৭। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) খোলা আছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। Email: ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com, হট লাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, মোবাইল নম্বরঃ অতিরিক্ত সচিব (এনডিআরসিসি) ০১৭৩৭-২৫০৮৮৮, www.modmr.gov.bd

পরিশিষ্ট 'ক'

জুলাই, ২০১৭ মাসে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি বিবরণ

(জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

তারিখঃ ২১.০৭.২০১৭ খ্রীঃ

ক্রঃ নং	ক্ষতিগ্রস্ত জেলা	ক্ষতি উপ-জেলা	ক্ষতিঃ পৌর সভা	ক্ষতিঃ ইউনিয়ন	ক্ষতিঃ গ্রাম	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ীর সংখ্যা		ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি (হেক্টরে)		মৃত লোক সংখ্যা	মৃত হাঁস-মুরগী	ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা/ ধর্মীয়)		ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা (কিঃমিঃ)		ক্ষতি ব্রীজ/ কাল ভার্ট	ক্ষতিঃ বাঁধ কিমিঃ		ব্যবহৃত আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	আশ্রিত লোক সংখ্যা
						সঃ	আং	সঃ	আং	সঃ	আং	সঃ	আং			সঃ	আং	(স)	(আং		সঃ	আং		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
১	সিলেট	৮	১	৫৬	৪৭৭		২১০২০		১৪৩৫৩০		৪৮৬১		৪৩৩০	৩	৭৪২১		১৫৮					৩.৪৪	১২	৬৮৯
২	মৌঃবাজার	৫	১	২৫	২৯৪		৫৩৩৪২		২৯৪২৭০	৫২৫	৬৯০৮		৫৬৪৩	১০			১৩						১৪	৮৭০
৩	জামালপুর	৭	৩	৪৮	৪৪৭		৪৫০৫৫		২২৮৮৮০	৩২৬	২৪৯০		৭০৭৩	৪			২২৬		৩১৮.	১		৮.		
৪	বগুড়া	৩		১৪	১৯১		১৭২৪৫		৮৫২০০				৫০৮৫				৮১		৬৫				বাঁধে	২১৪৫০
৫	গাইবান্ধা	৪		৩০	১৯৪		৬০৩৩৮		২৪১২১৩		১২৭৫৭		২৫৪	৪			১৩৪		৮১	১		০.০১		
৬	সিরাজগঞ্জ	৬	১	৪৫	২৪৭		৫০১২৫		২৩২৮০০	২১৩৯	২৮১৭৭		১৩৭৫৬			৯	৩৭৬					৬	১৭৬	৬৫০
৭	কুড়িগ্রাম	৯		৪২	৫৪৮		৫২৪২৩		১৯০৩৫২		৪৯৩৯২		৩৮১২	৫	১২	৫	১৯৩		১৪০	১৭		১.৫	২৫	৪৫৬৫
৮	লালমানিরহাট	৪		১৭	২২১		২৬১৯৯		১৩০৯৯৫															
৯	রংপুর	৩		১১	৪৮		৯৪৮৫		৪৭৪২৫								২							
১০	নীলফামারী	২		১০	১৩০		৩২৮০		১৬৪০০															
	মোট	৫১	৬	২৯৮	২৭৯৭	০	৩৩৮৫১২	০	১৬১১০৬৫	২৯৯০	১০৪৫৮৫	০	৩৯৯৫৩	২৬	৭৪৩৩	১৪	১১৮৩	০	৬০৪	১৯	০	১৯	২২৭	২৮২২৪

স্বাঃ

(জি,এম আব্দুল কাদের)

উপ-সচিব(এনডিআরসিসি)

ফোনঃ ৯৫৪৫১১৫

পরিশিষ্ট 'খ'

জুলাই, ২০১৭ মাসে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর বিবরণ

তারিখঃ ২১.৭.২০১৭ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	জিআর চাল (মেঃটন)			জিআর ক্যাশ			শুকনো খাবার (প্যাকেট)	
		মোট বরাদ্দ	বিতরণ	বর্তমানে মজুদ	মোট বরাদ্দ	বিতরণ	বর্তমানে মজুদ	বরাদ্দ	বিতরণ
১	সিলেট	৯০০	৬১৩	২৮৭	১২০০০০০	৯৩৭০০০	২৬৩০০০	২০০০	২০০০
২	মৌঃবাজার	১০২৫	৯২৫	১০০	৪৬০০০০০	৪০৯৯৫০০	৫০০৫০০	৩০০০	৩০০০
৩	জামালপুর	৫২৫	৪৫০	৭৫	১৪৫০০০০	৭১৫০০০	৭৩৫০০০	৬০০০	৬০০০
৪	বগুড়া	৫৫০	২৮৫	২৬৫	১২০০০০০	৪০০০০০	৮০০০০০	৪০০০	২০০০
৫	গাইবান্ধা	৮২৫	৩৯০	৪৩৫	২৮০০০০০	২০১৯০০০	৭৮১০০০	৬০০০	৬০০০
৬	সিরাজগঞ্জ	৬৫০	৩৭৩	২৭৭	২২০০০০০	৯০০০০০	১৩০০০০০	৪০০০	৪০০০
৭	কুড়িগ্রাম	৯৫০	৬৫০	৩০০	২৩০০০০০	১৬৫০০০০	৬৫০০০০	৬০০০	৬০০০
৮	লালমানিরহাট	৪২৫	২২৩	২০২	২৩০০০০০	১৪০০০০০	৯০০০০০	৫০০০	
৯	রংপুর	১০০	৬০	৪০	২০০০০০		২০০০০০		
১০	নীলফামারী	৩৭৫	১৮০	১৯৫	১৪৫০০০০	৬০০০০০	৮৫০০০০	৪০০০	
	মোট	**৬৩২৫**	**৪১৪৯**	**২১৭৬**	**১৯৭০০০০০**	**১২৭২০৫০০**	**৬৯৭৯৫০০**	**৪০০০০**	**২৯০০০**

স্বাক্ষরিত

(জি,এম আব্দুল কাদের)

উপ-সচিব(এনডিআরসিসি)

ফোনঃ ৯৫৪৫১১৫